প্রথম আলো

তারিখ ... 01 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

৮৯ জন বিএনসিসি ক্যাডেটকে বৃত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) রমনা রেজিমেন্টের ৮৯ জন ক্যাডেট শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পদোন্নতি পাওয়া চার কর্মকর্তাকে র‍্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর পুরাতন বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অফিসার্স মেসের ফ্যালকন হলে এক অনুষ্ঠানে এই র‍্যাংক প্রদান ও বৃত্তি দেওয়া হয়।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক বিমানমন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান বলেন, 'আমি খুশি হয়েছি যে তোমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন আছে বড় হওয়ার। তবে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে, শুধু মুখে বললে হবে না। জীবনটা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্যই।' তিনি বিএনসিসি ক্যাডেটদের ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হতে দায়িত্বশীল ও সাহসী হওয়ার আহ্বান জানান।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত চার কর্মকর্তা হলেন ময়মনসিংহের মুসলিম গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শাহাব উদ্দীন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান লে. কর্নেল মো. মাহাবুবুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের শিক্ষক মেজর সুলতান শরীফ, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে. নাসিরুদ্দিন।

গত বছর ভালো ফলাফল করা ও শৃঙ্খলার জন্য ৮৯ জন ক্যাডেট শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে সনদ, সম্মানী ও মেডেল দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পর্যায়ের তিনজন, মাধ্যমিকের ২১ জন, উচ্চমাধ্যমিকের ৬০ ও স্নাতক পর্যায়ের ৫ জন বৃত্তি পেয়েছেন। বৃত্তি পাওয়া ইডেন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রুমকী সিদ্দীকা বলেন, শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস তৈরিতে ও জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিএনসিসির কার্যক্রম থেকে অনেক কিছু শেখা যায়।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি পাওয়া মাইলস্টোন কলেজের শিক্ষার্থী ল্যান্স করপোরাল জায়েদ হাসান বলেন, ক্যাডেট-জীবন শৃঙ্খলার জীবন। মানসিকতার পরিবর্তন হয়, মন ভালো থাকে। ফলে পড়াশোনাও ভালো হয়।

স্বেচ্ছাসেবী মনমানসিকতা লালন করতে পারলে দেশ ও জাতির জন্য আরও কাজ করা যায় বলে সমাপনী বক্তব্যে বিএনসিসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফেরদৌস বলেন, 'এ দেশের পূর্বসূরিরা ইতিহাস তৈরিতে কাজ করেছিলেন। আর আমাদের পরিবর্তন তৈরিতে কাজ করতে হবে।'